Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
UGC Approved, Journal No: 48666
Volume-VII, Issue-III, January 2019, Page No. 139-148
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় শিশু-ভুবন: মন-দার্শনিক বিশ্লেষণ

অনিন্দিতা মুখার্জী
দর্শন বিভাগ, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র কলেজ, নৈহাটি, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

The presence of children in Tagore's literary works is immensely fascinating Tagore's representation of children, so diverse and multi-dimensional, has profoundly enriched Bengali children's literature. As a child and in his early youth, Tagore composed many such literary gems. Even when he was old and white-haired, Tagore could sustain the child-like simplicity of his mind. Otherwise it would not have been possible for him to enter so effortlessly into the deep recesses of the minds of children. Within the vast range of Tagore's literature, this article wants to focus specifically on the psychological and philosophical aspects related to the minds of children as found in Tagore's juvenile poems.

Child psychology is a widely cultivated topic today. In modern times, the Internet and Social Media have invaded almost every private space. Due to the rat race, today's children are getting increasingly robbed of their childhood. At such confused time, Children's Literature composed by Tagore no doubt is deeply inspiring. Tagore's analysis of child psychology, made so many decades ago, is highly relevant even today.

Psychologists have categorically mentioned that it is a child's mother who is most intimately associated with the mind of a child all through its infancy. The child's attachment to its mother never moves along a straight line in Tagore's poems. She is the child's playmate, support, facilitator and the person on whom all sentiments can be vented. It is the mother who holds the golden key to the fairy land of imagination into which the child wants to frequently escape from the humdrum world of school-going. The urchin sheltering in the mother's lap often emerges as her protector. Children in Tagore's poems sometimes show eagerness to cross the boundary of infancy and thus to grow up. Now they want to be father-like, at other times they want to grow as old as their revered master. Tagore has traced the sense of freedom in a child's mind to this urge to grow up. Tagore has interpreted this zeal to emulate one's master or the pundit as the child's mode of defining the goals of life.

Tagore has explained even complex psychological thoughts in a simple way intelligible to a child. This is how Tagore has guaranteed the access of the adult mind into the innocent world of children. So facile is the contact that the mind of a child is never clouded by adult complexity. Union of ideas has found a new voice of communication. The value of the fairy

land of the imagination that Tagore has created in his juvenile poetry is immeasurable and it is still relevant today.

Key words: Juvenile Poems, Child psychology, Fairy Land, Adult Mind.

কথামুখ: রবীন্দ্র সাহিত্যে শিশুদের উপস্থিতি সত্যিই চমৎকৃত হওয়ার মত বিষয়। এত বিচিত্র ও বহুমুখী তাঁর ছোটদের জন্য উপস্থাপন যা বাংলা শিশু সাহিত্যকে করেছে সমৃদ্ধ। নিজের শৈশব, কৈশোরেই তিনি রচনা করেছেন নানা শিশু সাহিত্য। চুলে পাক ধরলেও রবীন্দ্রনাথের মনটা বরাবরই ছিল শিশুর মতো। তা নাহলে ছোটদের অন্দরমহলে তাঁর অবাধ প্রবেশ এভাবে সম্ভব হত না। রবীন্দ্র সাহিত্যে শিশুদের বিশাল বিস্তারকে সীমায়িত করে ছোটদের জন্য লেখা কবিতা ও শিশুমনের মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক বিশ্লেষণ এই গবেষণা পত্রের বিষয়বস্তু।

শিশু মনস্তত্ব আজ বড়ই চর্চিত বিষয়। বর্তমান যুগে ঘরে ঘরে ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়ার দৌরাত্ম্য। শিশুদের শোইশব আজ ইঁদুর দৌড়ের চাপে হারিয়ে যেতে বসেছে। এইরকম একটা বিভ্রান্তিকর সময়ে রবীন্দ্রনাথের শিশু সাহিত্য সত্যিই বড়ই মনকে নাড়া দেয়। আজ থেকে কত বছর আগে সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ শিশু মনস্বত্বের যে বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর লেখায় তা আজকের দিনে উপেক্ষা করা যায় না।

মনস্বাত্ত্বিকরা এ কথা বলেছেন যে, একটি শিশুর সঙ্গে শৈশবে সব থেকে নিবিড় যোগ থাকে যার, তিনি তার মা। আর কতভাবেই না মা এসেছেন রবীন্দ্রনাথের ছোটদের কবিতায়। মায়ের সঙ্গে তাঁর কবিতার শিশুদের সম্পর্কটি সরলরৈখিক নয়। মা কখন শিশুর খেলার সাথী, কখনও তার আশ্রয়, কখনও মুক্তি কখনও বা অভিমানের কারণ। রোজকার একঘেয়ে পড়াশোনার জগত থেকে রূপকথায় জগতে হারিয়ে যাওয়ার সোনার কাঠিও থাকে মায়েরই কাছে। মায়ের কোলের সেই দস্যি ছেলেড়ি আবার কখনো হয়ে ওঠে মায়ের আশ্রয় ও রক্ষাকর্তা। রবীন্দ্রনাথের শিশু চরিত্ররা তাঁর কবিতায় অনেক সময় শৈশবের বেড়াজাল কাটিয়ে চায় বড় হয়ে উঠতে। তারা কখনও বা হতে চায় বাবার মত বড়, কখনও বা হতে চায় মাষ্টারবাবু। এই বড় হতে চাওয়ার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ আসলে দেখাতে চেয়েছেন শিশুমনের স্বাধীনতাকে। পন্ডিত মশাই বা মাস্টারবাবু হওয়ার মধ্যে শিশুমনে জীবনের লক্ষ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

জটিল মনস্তাত্বিক বিষয়কেও শিশুদের মতো করে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি শিশুদের কবিতায়। এইভাবেই রবীন্দ্রনাথ ছোটদের অন্দরমহলের বড়দের আঙ্গিনার সংযোগ সুন্দর ও সতর্ক ভাবে রক্ষা করেছেন। কোনোভাবেই শিশুমন আক্রান্ত হয়নি কোন জটিলতায়। আর এই ভাবের মিলনই তৈরী করেছে সংযোগের নতুন ভাষা। রূপকথা বা কল্পনার যে জগতটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটদের কবিতা গুলিতে নির্মাণ করেছেন তার মূল্য আজও অসীম ও প্রাসঙ্গিক।

কথারম্ভ: রবীন্দ্রনাথের লেখায় শিশুদের উপস্থিতি সত্যই বিস্ময়কর। এত বিচিত্র এত বহুমুখী তাঁর ছোটদের উপস্থাপন যে বিস্মিত না হয়ে থাকা যায় না। বাংলা সাহিত্যের আর কোন কবি বা লেখক এমন সমগ্রতায় ছোটদের ধরতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মের এই প্রাচুর্য্য ও বৈচিত্র্যতা তাঁকে বসিয়েছে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে। শিশু কিশোরদের জন্য তিনি যে ছড়া ও কবিতা লিখেছেন তা শিশুমনের আকুতি ও উচ্ছাসে ভরপুর। ১৮৮৪ সালে কবি লিখেছেন শিশুদের জন্য প্রথম কবিতা—

"বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর,
নদেয় এলো বান"
(বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, শিশু)

জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর পরিচালিত 'বালক' পত্রিকায় লেখার গুরুদায়িত্ব ছিল তাঁর কাঁধে। সৃষ্টি হল সহজ, সরল আবার অপ্রাসঙ্গিক, অগোছালো, যুক্তিতর্কের ধার না ধরা বহু ছড়া, কবিতা আর গল্পের পসরা। যা শিহুদের জন্য হলেও, মজার ছলে তার যা নিগূঢ় অর্থ আজও শিশু মনোরঞ্জন তো করেই উপরোন্ত সেগুলিতে শিশু মনস্বত্ত্বের যে

নিপুন বিশ্লেষণ, তা অভিভাবকদের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ। এই ছড়াগুলোকে কবি মেঘের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'মেঘ বারিধারায় নামিয়া আসিয়া শিশু-শস্যকে প্রাণদান করিতেছে এবং ছড়াগুলি স্নেহরসে বিচলিত হইয়া কল্পনা বৃষ্টিতে শিশু হৃদয়কে উর্বর করিয়া তুলিতেছে'। চুলে পাক ধরলেও তাঁর তখনও মনটা ছিল শিশুর মত, তা না হলে ছোটদের অন্দরমহলে তিনি যেভাবে প্রবেশ করেছেন, সেটা সম্ভব হতো না। তাইতো তার শিশুমনে দেখা ছোট নদীকে তিনি বর্ণনা করে লিখলেন—

"আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে
বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে।
.....
.....
কিচিমিচি করে সেথা শালিকের ঝাঁক,
রাতে ওঠে থেকে থেকে শেয়ালের হাঁক।"
(আমাদের ছোটনদী, সহজপাঠ)

এই কবিতা পড়তে পড়তে চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটা ছবি। শিশুরা নিজের চোখে দেখা পরিচিত নদীটির মিল খুঁজে পায়। কেউ কেউ ধরেই নেয় নিজের গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীটিকে নিয়েই এই কবিতা লেখা। নানান প্রাকৃতিক চিত্র তাঁর কবিতায়, ছড়ায় হয়ে উঠেছে জীবন্ত। আষাঢ় মাসের মেঘ দেখে কবি লিখেছেন:

"নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে
তিল ঠাঁই আর নাইরে।
ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাইরে।"
(আষাঢ়, ক্ষণিকা)

নদী, বৃষ্টি, চাঁদ, ফুল, পশুপাখী শিশুদের অতিপ্রিয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর যাদু লেখনীতে তা করে তুলেছেন শিশুদের উপভোগ্য। এই কবিতাগুলির চিত্ররূপময়তা যেন ক্যানভাসে আঁকা ছবি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একজন সহজ, সরল, সচেতন আবার খেয়ালী প্রকৃতিপ্রেমী মানুষ। 'শিশুতোষ' ছড়ায় তাই নেই কোন যুক্তিশীল মন, নেই কোন ধ্যানী জগতের কথা। কিন্তু এই সহজ কথাতেই কবি অনেক জটিল তত্ত্বকে সহজে বলেছেন। তাই কবি লিখেছেন:

"সহজ কথা লিখিতে আমায় কহ যে
সহজ কথা যায় না লেখা সহজে।
লেখার কথা মাথায় যদি জোটে
তখন আমি লিখতে পারি হয়তো,
কঠিন লেখা নয় কো কঠিন মোটে,
যা-তা লেখা তেমন সহজ নয় তো।"
(খাপছাড়া)

শিশুদের জন্য তাদের নিয়ে লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় চেতনায় এই বৈপরিত্য ধরা পড়েছে, যে সত্যই কি সহজ কথা সহজে লেখা যায়। এত সহজ কথায় মধ্যেও থাকে কত জটিল তত্ত্ব, শিশুমন তার উত্তর খোঁজে। শিশু মনোরাজ্যে তাই তার অনায়াসে বিচরণ। শিশুর মনে যে লৌকিক সুর ছন্দ খেলা করে তা তাঁর নজর এড়ায়নি। সুতরাং শিশুদের ছড়ায় শিশু মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন দিক ও লৌকিক রূপ রসের বৈচিত্র্য সমানভাবে প্রতিভাত হয়েছে তা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

বর্তমানে শিশুমন ও রবীন্দ্রনাথ: অনন্য সাধারণ রবীন্দ্রনাথের সব কিছুই অসাধারণ। রবীন্দ্রনাথ যখন ছোটদের জন্য লিখেছেন, তখন তিনি মনে প্রাণে নিজেই ছোট শিশু হয়ে যেতেন। শিশুদের চাওয়া-পাওয়া, তাদের ঠোঁটের না ফোটা আধো বুলি তাঁর শিশুকাব্যে প্রাণ পেয়েছে। বাৎসল্য রস ও ছন্দের মিশেলে যে শিশুতোষ ছড়া ও কবিতা তিনি লিখেছেন তা শিশুমনের শ্রেষ্ঠ খোরাক এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। শিশুমনের নানান গভীর অগভীর দিক তাদের নানা স্বাদের দুরন্তপনায় মুগ্ধ কবি। তিনি বলেন—

"একটি ছোট মানুষ, তাঁহার একশো রকম রঙ্গতো।
এমন লোককে একটি নামে ডাকা কি হয় সংগত।"
(পরিচয়, শিশু)

নানান ছড়া ও কবিতার ভেতর কবি যে কৌতুক বা শ্লেষকে তুলে ধরেছেন তা শিশু মনস্তত্ত্বের এক একটি বিশেষ দিককে তুলে ধরে। বড়দের মনের কোন আবেগ অনুভূতি যেমন কবির চিন্তা থেকে বাদ পড়েনি, তেমনই শিশুদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তাঁর থেকে ভালো আর কেই বা করতে পারে!

আজকের যুগে শিশুরা স্কুলের সিলেবাস ও ইন্টারনেটের নাগপাশে বন্দী। তাদের কাছে খোলা আকাশের দিকে একবার তাকানোর সময় পর্যন্ত নেই। জানালা খুলে দূরের বটগাছ দেখার মধ্যে তারা খুঁজে পায়না কোন অর্থ। তাদের সময় কোথায় প্রকৃতি বা দেশকে জানবার! তাদের সময় নেই পাঁচিলে বসা বেড়াল বা চড়ুই পাখীর সাথে ভাব জমানোর কিংবা পথশিহুর সাথে বন্ধুত্বের। শৈশব তাদের খাঁচায় বন্দী আর তারা ইঁদুর দৌড়ে সামিল। সেকালের সোনালী দিন আজকের যুগে বড়ই দিশেহারা। পথ চলতে চলতে আজকের শিশু কুড়ায় না নুড়ি-পাথর, গোণে না কটা কৃষ্ণচূড়া বা ছাতিম গাছ পড়লো পথে। এই বিভ্রান্ত, দিশেহারা শিশুমনের বিশ্লেষণ কত যুগ আগেই যেন কবি করে রেখেছেন তার বিভিন্ন ছড়ায়, কবিতায়। যা আজকের শিশুদের মনের কুসুম অনুভূতির বিকাশ ঘটাতে অপরিহার্য। পুঁথিগত শিক্ষার বাইরে প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার মধ্যে যে পরম পাওয়া তা বহুকাল আগেই অনুধাবন করেছেন তিনি।

তাঁর বিভিন্ন ছড়ায়, কবিতায় তাই ছড়িয়ে আছে নানান অদ্ভূত, মজার সব কাহিনী। তিনি কখনো হেঁটেছেন বাস্তব জগতে আবার কল্পনার জগতেও করেছেন অবাধ বিচরণ। শিশুমন বুঝতেন বলেই তাদের উপযোগী রচনায় তিনি দক্ষ। তাঁর 'শিশু', শিশু 'ভোলানাথ', 'খাপছাড়া', 'ছড়ার ছবি', 'ছড়া' ইত্যাদি বই শিশুমনকে করেছে তুষ্ট। ছোটদের জন্য তিনি ছোট হয়েছেন আবার কখনো নিজে ছোটোদের জন্য লেখার খাতিরে হয়েছেন বড়।

তিনি যখন বলেছেন—

'তুই কি ভাবিস, দিনরাত্তির
খেলতে আমার মন?
কক্‌খনো তা সত্যি না মা,
আমার কথা শোন্।
(খোলা -ভোলা, শিশু ভোলানাথ)

মনে হয় যেন কোন ছোট শিশু সত্যিই বুঝি প্রশ্ন নিয়ে হাজির তার মায়ের কাছে।
কবি আবার বলেছেন—

'তালগাছ একপায়ে দাঁড়িয়ে
সব গাছ ছাড়িয়ে
উঁকি মারে আকাশে।'

(তালগাছ, শিশু ভোলানাথ)

মনে হয় চির পরিচিত গ্রামের দৃশ্য। গ্রামের বালকের কাছে লম্বা তালগাছ মানুষের মত একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে। চিন্তা এই বৈচিত্র্য আজকের শিশুদের কাছে বিরল।

চিরন্তন শিশুমন ও রবীন্দ্রনাথ: ছোটবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একা, মাতৃহারা। রাজপ্রাসাদের মত বাড়িতে অসংখ্য চাকর বাকরের সাথে। তার সাথে খেলার বা গল্প করার লোকের ছিল অভাব। তাই তিনি নিজেই কখনো মাষ্টার সেজে পড়াতেন তাঁর বিড়াল ছানাটিকে। বদ্ধ ঘরে আটকে থাকা রবীন্দ্রনাথ কল্পনার ডানায় ভর করে উড়ে যেতেন দিগ-দিগন্তে। এইএকা ও বদ্ধ থাকার কষ্টই তাঁকে ছোটদের প্রতি করেছিল অনুরক্ত।

ছোটদের প্রতি তাঁর ছিল অগাধ ভালোবাসা। তিনি তাঁর হারানো শৈশব বারবার ফিরে পেতে চেয়েছেন ছোটদের মধ্যে। চিরন্তন শিশুমন মাত্রই সহজ-সরল। তাদের মধ্যে নেই বিভেদ, নেই কোন হিংসা, প্রতিহিংসা, মিথ্যা। রূপকথা কল্পকাহিনীই তাদের প্রিয়। রাজপুত্র, পক্ষীরাজ, রাক্ষস, ডাকাত, প্রকৃতির সব বিস্ময়কর কাহিনী বিন্যাস শিশুমনকে করে আলোড়িত। তাদের কাছে এইসব কল্পকাহিনীই হয়ে ওঠে জীবন্ত। শিশুমনের উপলব্ধি কবির ঘটেছিল নিজ মনের অন্দরে। তাই শিশুমনের উপলব্ধি বর্ণনায় নিজেকে একাত্ম করেছেন তিনি। কবি লিখেছেন—

"হাতে নাঠি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল,
কানে তাদের গোঁজা জবারফুল
আমি বলি, 'দাঁড়া, খবরদার!
এক পা কাছে আসিস যদি আর-
এই চেয়ে দেখ আমার তলোয়ার,....."
(বীরপুরুষ, শিশু)

চিরন্তন শিশুমন সমাজ, সংস্কারমুক্ত। তারা নির্লিপ্ত। শিশু মন চঞ্চল, হরিণ শাবকের মতো। তারা যা সত্য বলে মনে করে তাই তাদের কাছে চিরসত্য, বড়দের কাছে তা তুচ্ছ হলেও হতে পারে। কিন্তু শিশুদের দৃষ্টিবাদী, শিশুদের মন নিয়ে যদি বড়রা শিশুদের অন্তর বোঝার চেষ্টা করে তবে বোঝা যায় শিশুমন কত উদার এবং ভাবনা চিন্তায় কত স্বচ্ছ ও দিগন্তপ্রসারী।

মায়ের সাথে শিশুর চিরন্তন সম্পর্ক। শিশুমনে 'মা' এর ভূমিকা কথা সাহিত্যিক থেকে মনস্তাত্ত্বিক কেউই অস্বীকার করতে পারে না। একটি শিশুর সাথে শৈশবে সবচেয়ে নিবিড় যোগ থাকে তার মায়ের। আর 'মা' কে ঘিরেই শিশুর অনন্ত জিজ্ঞাসা। 'মা' কে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ছিল নানা কল্পনা। 'মা' নানা ভাবে এসেছেন রবীন্দ্রনাথের ছোটদের কবিতায়। মা এর সাথে তাঁর কবিতায় ছোটদের সম্পর্কটিও সরলরৈখিক নয়। মা কখনো শিশুর খেলার, কখনো তার আশ্রয়, কখনও তার মুক্তি আবার কখনও অভিমানের কারণও ওই দেখো মা, আকাশ ছেয়ে

মিলিয়ে এল আলো,
আজকে আমার ছুটোছুটি
লাগলো না আর ভালো।
ঘন্টা বেজে গেল কখন
অনেক হল বেলা।
তোমায় মনে পড়ে গেল,
ফেলে এলাম খেলা।
আজকে আমার ছুটি, আমার
শনিবারের ছুটি-

কাজ যা আছে সব রেখে আয়
মা তোর পায়ে লুটি।
দ্বারের কাছে এইখানে বোস,
এই হেথা চোকাঠ-
বল্ আমারে কোথায় আছে
তেপান্তরের মাঠ।
(ছুটির দিনে, শিশু)

'মা' কখনও কখনও শিশুদের কাছে 'মুক্ত হাওয়া'। কবিতায় তার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। রোজকার একঘেয়ে পড়াশোনার জগত থেকে রূপকথার জগতে হারিয়ে যাবার সোনার কাঠিটি থাকে মায়েরই কাছে। মাকে আশ্রয় করে রূপকথার জগতে প্রবেশ করে সেই ছোট ছেলেটি হয়ে ওঠে মায়ের আশ্রয়ম, রক্ষাকর্তা। 'বীর পুরুষ' কবিতায় তাইতো কবি ছোট ছেলেটির মুখে বলেছেন:

"……..
'আমি আছি, ভয় কেন মা করো'!
…….
…….
কি ভয়ানক লড়াই হল মা যে
শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা।
কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে
কত লোকের মাথা পড়লো কাটা।
……..” *(বীরপুরুষ, শিশু)*

আবার মায়ের উপর অভিমানও শিশু মনের চিরন্তন অধিকার। 'পাখির পালক' কবিতায় ছোট্ট একটি মেয়ে পেয়েছে বর্ণময় এক পাখির পালক। এ তুচ্ছ জিনিসেন মূল্য বোঝেনি তার মা। বলেছেন, "কিংবা জিনিসের ছিরি!" আর অভিমানে নীল হয়ে যাওয়ায় মেয়েটিকে কী চমৎকার এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ:

'মেয়েটির মুখে কথা না ফুটিল,
মাটিতে রহিল বসি-
শূন্য হতে সে পাখির পালক
ভূতলে পড়িল খসি।
খেলাধূলা তার হল নাকো আর,
হাসি মিলাইল মুখে-
ধীরে ধীরে শেষে দুটি ফোঁটা জল
দেখা দিল দুটি চোখে।
পালকটি লয়ে রাখিল লুকায়ে
গোপনের ধন তার-
আপনি খেলিত, আপনি তুলিত
দেখাত না কারে আর।।' *(পাখির পালক, শিশু)*

"লুকোচুরি" কবিতাটিতেও কি লুকিয়ে নেই এইরকম অভিমান? মায়ের সাথে সন্তানের এই চিরন্তন সম্পর্ককে আর কোন কবিই এই ভাবে ধরতে পারেননি।

আবার পাঠশালার বন্দী জীবন যখন আর ভালো লাগে না, শিশু চায় স্বাধীনতা, খোলামেলা বন্ধনহীন জীবন, যেখানে বিধি নিষেধের ধার ধারে না। শিশু মন চায় খোলা আকাশের উন্মুক্ততা, প্রকৃতির ছন্দময় উৎশৃঙ্খলতা। শিশু তার মাকে বলে:

'মাগো আমায় ছুটি দিতে বল
সকাল থেকে পড়ছি যে মেলা
এখন আমি তোমার ঘরে বসে
করবো শুধু পড়া পড়া খেলা।'
(প্রশ্ন, শিশু)

এখানে ও মার কাছে তার মুক্তি, আবার মা-ই খেলার সাথী।

আবার চিরন্তন শিশুমন প্রকৃতির সাথেও একাত্ম হয়ে যায়। বাদল দিনে শিশুরা গল্প শুনতে ভালোবাসে। শুয়োরানী, দুয়োরানী, ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর গল্প। বৃষ্টির শব্দে হাততালি দেয়, আবার বিদ্যুতের চমকের শব্দে মায়ের কোলে মুখ লুকায়। ফুলের মাঝে নিজেদের ও ফুল বলে মনে শিশুরা।
তাই কবিগুরু বলেন:

"আমি যদি দুষ্টমি করে
চাঁপার গাছে চাঁপা হয়ে ফুটি,
ভোরের বেলা, মা গো, ডালের' পরে
কচি পাতায় করি লুটোপুটি,
তবে তুমি আমার কাছে হারো,
তখন কি মা চিনতে আমায় পারো।""
(লুকোচুরি, শিশু)

শিশুর কাছে মা এর মতই সত্যি প্রকৃতির ফুল, ফল, আলো, জল, বাতাস, আকাশের চাঁদ, মেঘ, তারা। এই সবকিছুরই মত সুন্দর শিশুরা নিজেদের একাত্ম করে প্রকৃতির সাথে। শুরু হয় সিলেবাস বর্হিভূত পরিবেশের পাঠ। এই ভাবেই পরিবেশকে মনে মনে ভালোবাসে শিশুরা।

পরিণত শিশুমন ও রবীন্দ্রনাথ: শিশুরা টলমল হাঁটা আর আধোবুলি কথা বলার সময়কে পেড়িয়ে খুব তাড়াতাড়ি বড়দের জগতে প্রবেশ করতে চায়। তাদের ধারণা বড়দের রাজ্যেই আছে অপার আনন্দ ও স্বাধীনতা। তারা কেউ চায় 'বাবার মতো' বড় হয়ে উঠতে আবার কেউ বা বড় হয়ে হতে চায় 'মাষ্টার বাবু'। "ছোটবড়ো" কবিতায় তাই ছোট্ট ছেলেটি বলে:

"এখনো তো বড়ো হই নি আমি,
ছোটো আছি ছেলেমানুষ ব'লে।
দাদার চেয়ে অনেক মস্ত হব
বড়ো হয়ে বাবার মতো হলে।।"
(ছোটবড়ো, শিশু)

শিক্ষককে আদর্শ হিসাবে দেখে শিশু মনে শিক্ষক হিবার বাসনা সব শিশুরই হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজে শিশু বয়সে বারান্দার রেলিঙকে ছাত্র করে নিজে মাষ্টারমশাই হতেন। মাষ্টার হবার ইচ্ছে বারবার ফিরে ফিরে এসেছে রবীন্দ্রনাথের ছোটোদের মধ্যে। তিনি লিখেছেন:

"আমি আজ কানাই মাষ্টার,
পোড়ো মোর বেড়াল ছানাটি!"

অবশ্য, ছোটরা যে সবসময় 'বাবা' বা 'মাষ্টারমশাই' হতে চায় এমন নয়। বিধি নিষেধের বেড়াজাল উপড়ে নানা কিছু হবার 'বিচিত্র সাধ' জাগে তাদের মনে। শিশু মনের ভাবনা চিন্তা মুক্ত বিহঙ্গের মত ডানা মেলে উড়ে চলে।

"আমি যখন পাঠশালাতে যাই
আমাদের এই বাড়ির গলি দিয়ে,
দশটা বেলায় রোজ দেখতে পাই
ফেরিওয়ালা যাচ্ছে ফেরি নিয়ে।

.....
.....
ইচ্ছে করে সেলেট ফেলে ফিয়ে
অমনি করে বেড়াই নিয়ে ফেরি।"

(বিচিত্রসাধ, শিশু)

এমনি করে সে শুধু ফেরিওয়ালা হতেই চায় না, যা দেখে তাই তার মনে মনে হবার সাধ জাগে। সে হতে চায় বাবুদের বাগানের মালি, হতে চায় পাহারাওয়ালা। 'ডাকঘর' নাটকের অমল তার নিদর্শন। আবার শিশু মন উড়ে চলে অন্য দিগন্তে খেয়া ঘাটের ধারে, তার ইচ্ছে হয় মাঝি হতে।

"মা, যদি হও রাজি,
বড় হলে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি।।" *(মাঝি, শিশু)*
আবার কখনো শিশু হতে চায় নদী।
"যখন যেমন মনে করি
তাই হতে পাই যদি
আমি তবে একখানি হই
ইচ্ছামতি নদী।" *(ইচ্ছামতী, শিশু ভোলানাথ)*

নানান কিছু হতে চাওয়ার মধ্যেই শিশু মনের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। স্বাধীন চিন্তার পরকাশ পায়। নিজেকে বড়দের দলে ফেলতে শিশুদের মহানন্দ। তাইতো 'বিজ্ঞ' কবিতায় একটু বড় দাদা তার ছোট্ট বোনকে নিয়ে নিজের মায়ের কাছে নালিশ জানায়:

"খুকি তোমার কিছু বোঝে না মা,
খুকি তোমার ভারি ছেলে মানুষ।"

(বিজ্ঞ, শিশু)

ছোটদের অন্দরমহলে যে আছে নানা রকমের, নানা আকারের, নানা প্রকারের ঘর সে কথা রবীন্দ্রনাথের মত এতখানি স্পষ্ট করে আর কোন কবিই দেখাতে পারেননি।

রূপকথা ও কল্পনার যে জগতটি রবীন্দ্রনাথ তার ছোটদের কবিতাগুলিতে নির্মাণ করেছেন তার মূল্যও অসীম। এই কবিতায় ছন্দগুলি যেন ঝরনার মত পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসে ভাসিয়ে নেয় শিশু মনকে। শব্দ ও ছন্দের অপূর্ব মেলবন্ধনে তৈরী হয় একের পর এক শিশু কবিতা।

"দিনের আলো নিভে এল,
সূয্যি ডোবে ডোবে।
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে
চাঁদের লোভে লোভে।"

(বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, শিশু)

আবার 'প্রশ্ন' কবিতায় শিশু মনের অদ্ভূত এক প্রশ্ন যা অত্যন্ত পরিণত।

"তুমি বলছ দুপুর এখন সবে,
নাহয় যেন সত্যি হল তাই,
একদিন ও কি দুপুর বেলা হলে
বিকেল হল মনে করতে নাই ?"

(প্রশ্ন, শিশু)

সত্যিই তো কে বেঁধে দিয়েছে দুপুর-বিকেলের সীমারেখা? আর তা লঙ্ঘন করা যাবে না-এমনই বা কে বলেছে? সময়ের সীমারেখা বন্দী না থাকা শিশুর মনে এ প্রশ্ন বড়ই প্রাসঙ্গিক। রবীন্দ্রনাথ এখানে শব্দ-ছন্দের ছবি এঁকেই থেমে যাননি। বাস্তবকে ছুঁয়ে থাকে যে কল্পনা, যে সীমানা বাস্তব আর কল্পনা এই দুই জগতকে পৃথক করে তা যে আসলে খুবই ভঙ্গুর, তিনি তা বুঝিয়েছেন। আর এভাবেই তৈরী করেছেন শিশুদের পরিণত মন, বাস্তবকে দেখার পরিণত চোখ।

রবীন্দ্রনাথ কবিতায় ছোটদের যে অন্দরমহল রচনা করেছেন, সি অন্দরের সাথে বার বার দেখা হয়ে যায় বড়দের বাহির মহলের, যে বাহির বিচিত্র ও সমস্যাসংকুল। আর তাই "পূজার সাজ" এর মতো কবিতার বিষয় হয়ে ওঠে বাহিরের অসাম্য। সাটিনের জামা পরা মধুকে তিরস্কার করে মা, এই কবিতায় কোলে টেনে নেয় ছিটের জামা পরা বিধুকে।

"ছেঁড়া ধুতি আপনার ঢের বেশি দাম তার
ভিক্ষা করা সাটিনের চেয়ে
আয় বিধু আয় বুকে, চুমো খাই চাঁদ মুখে,
তোর সাজ সব চেয়ে ভালো।
দরিদ্র ছেলের দেহে দরিদ্র বাপের স্নেহে
ছিটের জামাটি করে আলো।"

(পুজার সাজ, শিশু)

এর চেয়েও জটিল, মনস্তাত্ত্বিক বিষয়কেও রবীন্দ্রনাথ বিষয় করেছেন ছোটদের কবিতায়। মা পাননি। বাবার চিঠি। মায়ের মন খারাপ সারাতে "ব্যাকুল" কবিতার ছোট্ট ছেলেটি আর ছোট থাকতে পারে না। তার শিশুমন কে আগ্রাহ্য করে বলে "বাবার চিঠি আমিই দেব লিখে"।

শিশু মনে তৈরী হয় নানা প্রশ্ন। সেই প্রশ্নের উত্তর শিশুকে বজায় রেখে শিশুর মতো করে দেবার মধ্যে থাকে অসীম সাহসিকতা। "জন্ম কথা" কবিতায় সন্তান মাকে জিজ্ঞেস করে তার জন্মরহস্য। মা প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যান না, বরং এক হিরন্ময় কাব্যময়তায় সত্যিকে মিশিয়ে দেন কল্পনার সঙ্গে।

"খোকা মাকে শুধায় ডেকে-
এলেম আমি কোথা থেকে,
.....
.....
ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে।"

(জন্মকথা, শিশু)

এই উত্তর শুনে বেশ বোঝা যায় যে জটিল বিষয়কে নিয়ে শিশুমন এতটুকু ভারাক্রান্ত হয়নি বরং সহজ ও সাবলীল ভাবনায় শিশুমন হল পরিণত। এই ভাবেই রবীন্দ্রনাথ ছোটদের অন্দরমহলের সাথে বড়দের বাহিরের সংযোগ যেন রক্ষিত হয় সে বিষয়ে যেমন সর্তক আছে, তেমনই সেই বাহিরের হাতে এই অন্দরমহল যেন আক্রান্ত না হয়- নজর রেখেছেন সেই দিকটিতেও।

আপাতত: শেষকথা: আসলে বাহিরের সনেগ যদি অন্দরের দেখাই না হয়, তাহলে অন্দরের স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

একথা রবীন্দ্রনাথের চেয়ে ভালো কেউ জানে না। তিনি তো চিরকাল চেয়েছেন 'ছোট আমি'র সাথে সংযুক্ত হোক 'বড়' আমি'র। সংযোগের বিরোধী তিনি ছিলেন না। কিন্তু ছটদের অন্দরমহল যেন বড়দের বাহিরের দ্বারা আক্রান্ত না হয় সেদিকে সর্তক ছিলেন। এই দুই মহলের আক্রান্তহীন সংযোগই তার ছোটদের কবিতাগুলিকে বিশিষ্ট মাত্রা দিয়েছে। আর এই মিলন তৈরী করেছে সংযোগের নতুন ভাষা।

শুধু ছড়া বা কবিতা নয়, তিনি শিশুদের জন্য রচনা করেছেন অনেক নাটক, গল্প। 'ডাকঘরে'র অমল বা 'ছুটি'র ফটিককে কেউ কি ভুলতে পারে? ফটিকের শেষ কথা—

'মা, আমার ছুটি হয়েছে মা...'। কারো চোখের জল বাঁধ মানেনা এখানে। ছোটদের জন্য তিনি ছিলেন সর্বদা নিয়োজিত। তাই বিশ্বকবিই তিনি নন, তিনি ছোটদেরও রবীঠাকুর। আর একথাও অনস্বীকার্য যে বর্তমানে যুগের জটিল আর্থ সামাজিক পরিস্থিতিতে একটি শিশুর সুস্থ মানসিক বিকাশের সবরকম উপাদান আমরা রবীন্দ্রনাথের শিশুদের জন্য লেখা কবিতা ও ছড়াগুলিতে প্রভূত পরিমাণে পাই।

তথ্যসূচি:

১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিশু, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪২৪
২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিশু ভোলানাথ, বিশ্বভারতী, চৈত্র ১৪১৬
৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , ক্ষণিকা, রবীন্দ্ররচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা, পঃ বঃ সরকার, ১৯৬১
৪) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, বিশ্বভারতী, ভাদ্র ১৪০৯
৫) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্ররচনাবলী, একদশ খন্ড, ১২৫ তম জন্মজয়ন্তী সংস্করণ, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪২০
৬) আলম শামস, শিশুসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, দ্য ডেইলি ইনকিলাব, ১৬ মে ২০১৬
৭) ড: আশরাফ পিন্টু, রবীন্দ্রনাথের ছড়া: লৌকিকতা ও শিশু মনস্তত্ত্ব, সাম্প্রতিক দেশকাল, ০৮ আগস্ট, ২০১৫
৮) নরুল ইসলাম বাবুল। রবীন্দ্রনাথের শিশুকাব্য, সুপ্রভাত, ৪ আগস্ট, ২০১৬